৯৬০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4 ...

শিক্ষার মান বজায় রাখিতে-বেতন বাড়ান হইয়াছে

--------চট্টগ্রাম ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, পরীক্ষা ফি, সার্টিফিকেট ফি, বাসভাড়াসহ অন্যান্য চার্জের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার মান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে গতকাল (সোমবার) জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দের বেশীরভাগই ব্যয় হইতেছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বেতন, পরিবহন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তুকি খাতে। গবেষণা, লাইব্রেরী খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে ব্যর্থতায় শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। বিবৃতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত শাটল ট্রেনের ভাড়া বাবদ রেলওয়েকে প্রতিমাসে প্রদেয় ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, ২০টি বাস ভাড়াবাবদ প্রতিমাসে ৬ লক্ষ টাকা প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয়, এই বিপুল অংকের টাকার বিপরীতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে প্রতি মাসে ৩০ টাকা হারে ভাড়া আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন প্রতিমাসে ১২ টাকা যাহা ১৯৬৬ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করা হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার মান উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন পরীক্ষার ফি ৫০ শতাংশ বাড়ানো হইয়াছে। অনুরূপভাবে সার্টিফিকেট ফিও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষ আরও বলেন, প্রতি বৎসর ছাত্র বেতন বাবদ পাওয়া যায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান, বার্ষিক ক্রীড়া, শিক্ষা সফর খাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। দেশের গরীব জনগণের ট্যাক্সের অর্থে ভর্তুকি প্রদান কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইয়াছে।